প্রধান শিক্ষককে হুমকি প্রধানের

এই সময়, রানিনগর: রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষককে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর২ নং ব্লকের মহিষাডি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের। ইতিমধ্যেই জেলাশাসক সহ একাধিক দপ্তরে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করেছেন প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান ও পঞ্চায়েত প্রধান জাহাঙ্গির আলমের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি নিয়ে শোরগোল পড়েছে রানিনগরে।

জোড়কলের ভরতবন হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান রানিনগরের বাসিন্দা। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক তিনি। অভিযোগ, সম্প্রতি তাঁকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দিয়েছেন রানিনগরের মালিবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাহাঙ্গির আলম। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয়কর্মকর্তাকে নিয়ে ঝাইচান হয়েছে। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে তাঁকে চলচাল রানিনগর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। এমনকী, ইঁশারা অভিযোগে আতাউর রহমানের নামে রানিনগর থানায় একটিমেল লয়ের করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে।

প্রাক্তন শিক্ষক আতাউর রহমান বলেন, 'আমি খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি। মিথ্যা মামলায় আমার নামে পঞ্চায়েত প্রধান জাহাঙ্গির আলম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। রানিনগর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য আমাকে ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আতঙ্কে আমি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকছি। আমার নিরাপত্তা চেয়ে আমি রানিনগর থানা সহ একাধিক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেছি।'

প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান (উপরে) ও পঞ্চায়েত প্রধান জাহাঙ্গির আলম

অন্যদিকে, অভিযোগ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান জাহাঙ্গির আলম বলেন, 'আমি কোনও হুমকি দিইনি। আমি শুধু বলেছি, আপনি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন। আমি কোনও হুমকি দিইনি। আমি শুধু বলেছি, আপনি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন। আমি কোনও হুমকি দিইনি।'

নতুন পরিবার পেয়ে নয়া দেশে পাড়ি জয়ী ও ঋভুর

এই সময়, বাঙ্গড়াম্ব: পরিবার পাচ্ছে জয়ী ও ঋভুর। বাঙ্গড়াম্বর মানিকপাড়ার নিবেদিতা গ্রামীণ বয়স্কমন্দিরের হোম থেকে বিদায় নিয়ে নতুন দেশে পাড়ি দিল তারা।

চলতি বছরে নিউজেল ফেলানডার ক্রাস্টসেনের বাসিন্দা মিসেস জেনা মিচেল হল। এই সিঙ্গল মাদার দেশের একজন শিশিরা। আর ঋভুকে এ দিন জনক নন স্পেনের বাসিন্দা ডেমিয়ান অনাদ্রেস পের্ণে ও তার স্ত্রী গিডিয়ান টোরো। ডেমিয়ান অনাদ্রেস পের্ণে পেশায় সেলস ডিসাটকেটের একজন বো অডিটেড ও টিউিয়ান টোরো পেশায় সেথানকার উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

এদিন মানিকপাড়া থেকে কমাডা ও স্পেন যাওয়ার আগে দুই শিশুর হস্তান্তর প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঙ্গড়াম্ব জেলা অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জয়েন্ট ডিরেক্টর কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক সর্বাণীকুমার শর্মা, বাঙ্গড়াম্ব জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের প্রোটেকশন অফিসার সঙ্গীতা পট্টিয়া, মানিকপাড়া এবং পঞ্চায়েতের গ্রাম কর্মাধ্যক্ষ মুর্মু, নিবেদিতা গ্রামীণ কর্মমন্দিরের সম্পাদক, সভাপতি ও সদস্যরা। মানিকপাড়ার নিবেদিতা গ্রামীণ কর্মমন্দিরের হোমের কো-অর্ডিনেটর সুভদ্রা দোষী বলেন, 'বেশ্রী সরকারের দত্তক গ্রহণের অনুরূপ পাওয়ার পর বাড়ন্তদের জেলাশাসকের কাছে আমরা সেই বাপার জমা করি। তিনি অনুমতি দেওয়ার পর মানিকপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শিশুর জন্ম শংসাপত্র প্রদান করা হয়। তারপর বিভিন্নভাবে অফিস থেকে পাসপোর্ট তৈরি হওয়ার পর এদিন মানিকপাড়ার নিবেদিতা গ্রামীণ কর্মমন্দিরের হোম থেকে দুজন শিশুকে দত্তক নেওয়া হলো। জয়ী কমাডা এবং ঋভু স্পেন যাচ্ছে। ওদের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর হয়ে উঠুক।'

ঋভুকে দত্তক নিলেন স্পেনের এক দম্পতি। (নীচে) জয়ীকে দত্তক নেন কানাডার এক শিক্ষিকা — এই সময়

অন্যদিকে, জয়ী কানাডা যাচ্ছে। তাকে নিয়ে আসা হয় ২০১১ সালের ২ এপ্রিল। সেগুন টিকিৎসক, নার্স ও আয়ারল্যান্ডের শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে উঠে শিশুকন্যা। মুম্বাই তথা দেশ জয়ী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার নাম রাখে 'জয়ী'। তারপর ২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর বাঙ্গড়াম্ব জেলা হাসপাতাল থেকে জয়ীকে হস্তান্তর করা হয় মানিকপাড়ার নিবেদিতা গ্রামীণ কর্মমন্দিরের হোমে।

একই ভাবে ২০২১ সালের ১৭ আগস্ট বাঙ্গড়াম্ব জেলার বেলিয়াডোরা থানার অন্তর্গত পলিয়া গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয় এক পুরুষশিশুকে। সেখান থেকে পুলিশ উদ্ধার করার পর বাঙ্গড়াম্ব জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। ২০২১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বাঙ্গড়াম্ব জেলা হাসপাতাল থেকে মানিকপাড়ার নিবেদিতা গ্রামীণ কর্মমন্দিরের হোমে নিয়ে আনা হয়। তার নাম রাখা হয় ঋভু।

দু'জনই এ দিন পাড়ি দিল নতুন পরিবারের সঙ্গে নতুন দেশে।

দিব্যি বেঁচে স্বামী, স্ত্রী পাচ্ছেন বিধবা ভাতা

এই সময়, কৃষ্ণনগর: স্বামী নিত্যি বেঁচে আছেন। কিন্তু স্ট্রোক যাঁর আঁকাবাঁকি ঢুকে বসেছে বিধবা ভাতা। নদিয়ার রানাঘাট মহকুমা বৈদ্যপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈদ্যপুর গ্রামের যাটোর্ধ্ব মিনারানি পালের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এমন টাকা ঢুকছিল। পরিবারের দাবি, বার্ধক্য ভাতার আবেদন করেছিলেন মিনারানি। সেই ভাতাই এসেছে এসে মনে অফিসিসার তিনি। কেন যাবের ভাতা, কেন স্বামীর পর পোটি পরিবার রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছেন। এতে তাঁদের কোনও ভুল নেই বলেই দাবি পরিবারের। রানাঘাট ২-এর বিডিও খোকন বর্মন বলেন, 'এই ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত সব কাগজপত্র জমা নিতে বলা হয়েছে। কোথা থেকে, কী করে ভুল হলো, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

মিনারানির স্বামীর নাম মানিক পাল। সরকারি একবিঘে নথিতে মিনারানির যে মোবাইল নম্বর দেওয়া হয়েছে, সেই নম্বরে মোগাযোগ করা হলে মিসফায়ার হলে পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি ফোন ধরেন। বলা হয়, মায়ের হয়ে তিনিই কথা বলবেন। তিনি নিজের নাম বলতে চাননি। তিনি বলেন, 'মা বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করেছিলেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলে যে ফোনেশিনাম বার্ধক্য ভাতাই

নদিয়া

হয়নি। তিনি বলেন, 'বিডিও অফিস থেকে সবকারের ব্যাপ্পা থেকে আবেদন এত্রি করার সময় সিপিএম বা বিজেপি গজবিত সরকারি কর্মী সংগঠনের কেউ ফ্রন্সন্ড করে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। যাতে পঞ্চায়েত, বিডিও বা আমাদের সরকারের বদনাম হয়ে।' এ নিয়ে সিপিএমের রাজ্যসভা এরিয়া কমিটির এক কর্মী বলেন, 'পঞ্চায়েত বা বিডিও অফিস কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব এড়াতে পারে না। তদন্ত হোক।' আর বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সম্পাদক সুবাসচন্দ্র কাঞ্জিলাল বলেন, 'এটা তৃণমূলের কাণ্ডজ্ঞান। তৃণমূল ফরিয়ে।'

বাজ পড়ে মৃত

এই সময়, বাঙ্গড়াম্ব: অমিতে ধান চাষ করতে গিয়ে বজ্র পড়ে মারা গেলেন এক প্রৌঢ়। মৃতের নাম তুষন মাহাতো(৬০)। তবে বাড়ি বাঙ্গড়াম্ব থানার আলগরা গ্রামে। বুধবার দুপুরে

দুটোর দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ। স্থানীয়রা বৃষ্টিকে নিয়ে থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বাঙ্গড়াম্ব মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এদিন মহলাতলেয়ের পর বৃষ্টির মুহূর্তে পরিজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বাইসনের হানায় জখম ৫ গ্রামবাসী

এই সময়, আলিপুরদুয়ার: সাতসকালে বাইসনের হানা গ্রামে। ভুটা খেতে বুকিয়ে থেকে হামলা চালাঁছল বাইসন। তা শুনে বাইসন দেখতে আবার ভিড় করে জনতা। আর ভিড় দেখে খেপে গিয়ে সেরা গ্রামবা তালায় বাইসন। ঘবঘার সাতসকালে ত্রাস ছড়ায় পাড়ে আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট ব্লকের পাঁচ মাইলের জঙ্গলাঞ্চলে। সংবিগ্নিতে বাইসনের হামলায় পাঁচ জন গ্রামবাসী জখম হয়েছেন। সকালে উট আমকাই স্থানীয় বাসিন্দারা জখম বাইসনকে ঘিরে ফেলে একটি পুলিশের বাইসন। এই বাইসনের হামলায় জখম হয়েছেন পাঁচ জন গ্রামবাসী, যাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এঁদের মধ্যে একটি ছেলে বুকিয়ে থাকা বাইসনটি স্থানীয় বাসিন্দাদের আক্রমণ করেছিল। তেনা বাড়ার সময় সঙ্গে গ্রাম বাইসন আসার খবর ছড়িয়ে পড়ার উৎসুক জনতার ভিড় বাড়তে থাকে। প্রত্যেক বিষয়ে বেড়ে যায়। বাইসন দেখতে যতবার জনতা ছুটা থেকে উট্টেজিত হয়ে ওঠে বাইসন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জলপাইগুড়ি অনিমাদাস্থের অনধিকারিক সৌমিত্র দাস। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জলপাইগুড়ি অনিমাদাস্থের অনধিকারিক সৌমিত্র দাস। শেষে প্রায় ঘন্টা চল্লিশ চেষ্টার পর বাইসনটিকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হন বনকর্মীরা